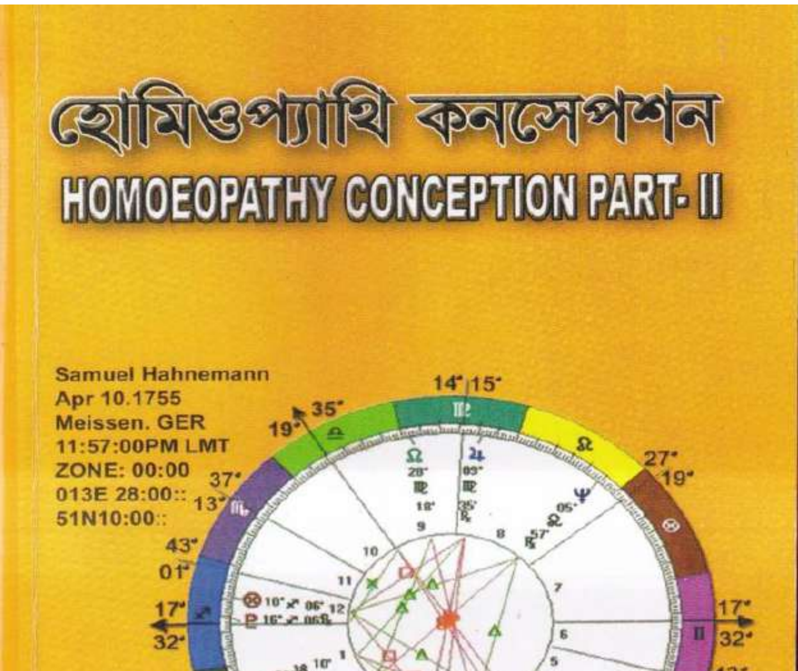
হোমিওপ্যাথি কনসেপশন
HOMOEOPATHY CONCEPTION PART- II
Samuel Hahnemann
Apr 10.1755
Meissen. GER
11:57:00PM LMT
ZONE: 00:00
013E 28:00::
51N10:00::
Geocentric
Tropical
Placidus Houses
HOMEOPATHY FOR EVERYONE
মুহম্মদ আলাউদ্দিন

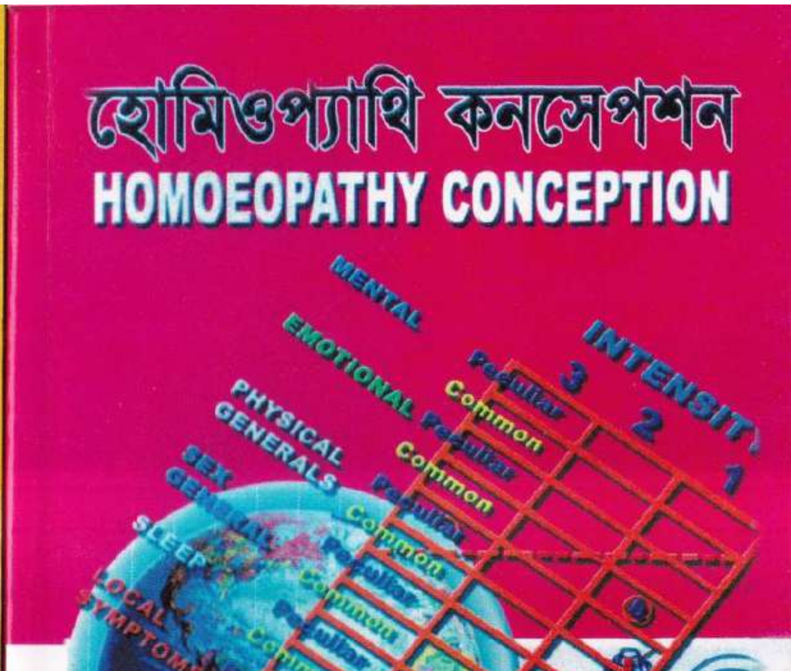
হোমিওপ্যাথি কনসেপশন
HOMOEOPATHY CONCEPTION
MENTAL
EMOTIONAL
PHYSICAL
GENERALS
SEX
SLEEP
LOCAL
SYMPTOMS
Peculiar
Common
Pathological Changes
INTENSITY
3
2
1
মুহম্মদ আলাউদ্দিন

হোমিওপ্যাথি কনসেপশন

HOMOEOPATHY CONCEPTION PART- II

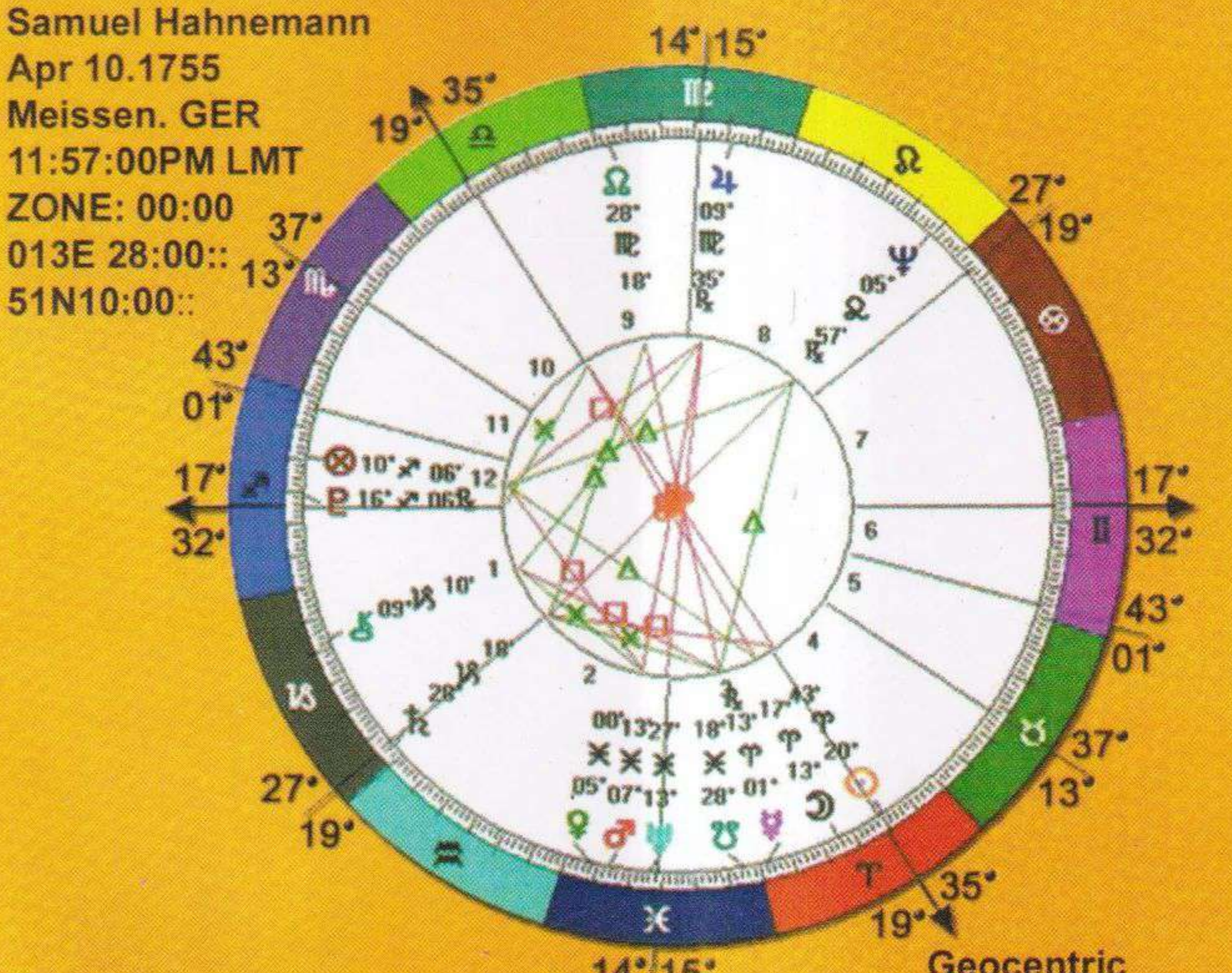

HOMEOPATHY FOR EVERYONE

মুহম্মদ আলাউদ্দিন

সূচীপত্র

১.	অ্যাকোনাইট	১	২৮.	লিলিয়াম টিগ	২০৬
২.	অ্যামন কার্ব	৮	২৯.	লাইকোপডিয়াম	২১২
৩.	এপিস মেল	১২	৩০.	মেডোহ্নিনাম	২২৫
৪.	অ্যাপোসাইনাম	১৭	৩১.	মস্কাস	২৩৯
৫.	আর্জেন্ট নাইট্রিকাম	১৯	৩২.	নেট্রাম মিউর	২৪২
৬.	আর্ণিকা	২৮	৩৩.	নাইট্রিক এসিড	২৫৫
৭.	আর্সেনিক	৩৩	৩৪.	নাক্স ভোম	২৬৪
৮.	অরাম মেট	৪৫	৩৫.	ওপিয়াম	২৭৫
৯.	ব্যারাইটা কার্ব	৫৮	৩৬.	ফসফরাস	২৮২
১০.	ব্রায়োনিয়া	৬৭	৩৭.	প্লাটিনা	২৯৬
১১.	বিউফো	৭৪	৩৮.	সোরিনাম	৩০৬
১২.	ক্যালকেরিয়া কার্ব	৭৭	৩৯.	পালসেটিলা	৩১৪
১৩.	ক্যানাবিস ইন্ডিকা	৮৯	৪০.	রাসটক্স	৩২৮
১৪.	কষ্টিকাম	৯৪	৪১.	সিকেলি কর	৩৩৪
১৫.	ক্যামোমিলা	১০১	৪২.	সেলেনিয়াম	৩৪০
১৬.	চেলিডোনিয়াম	১০৬	৪৩.	সিপিয়া	৩৪৪
১৭.	সিমিসিফিউগা	১১১	৪৪.	সিলিকা	৩৫৯
১৮.	কক্কুলাস ইন্ডিকা	১১৫	৪৫.	ষ্ট্যাফেসেগ্রিয়া	৩৭১
১৯.	কফিয়া	১২১	৪৬.	ষ্ট্র্যামোনিয়াম	৩৭৮
২০.	ফ্লোরিকাম এসিড	১২৫	৪৭.	সালফার	৩৮৭
২১.	জেলসিমিয়াম	১৩৫	৪৮.	সিফিলিনাম	৪০৪
২২.	গ্রাফাইটিস	১৪৩	৪৯.	ট্যারেন্টুলা	৪১৩
২৩.	হিপার সালফ	১৫২	৫০.	টিউবারকুলিনাম	৪২৬
২৪.	হায়োসিয়ামাস	১৬২		সিম্পটম	৪৩৬
২৫.	ইগ্নেশিয়া	১৭১		কনিস্টিটিউশন	৪৪১
২৬.	কেলিকার্ব	১৮৪		টেম্পারমেন্ট	৪৪৯
২৭.	ল্যাকেসিস	১৯১			

অ্যাকোনাইট

প্লেথরিক গ্রুপের মানুষদের জন্য এই বিষটা যথেষ্ট উপকারী। রক্তে লাল কনিকা যাদের বেশী এদের রক্ত প্রধান বা প্লেথরিক বলা হচ্ছে। বিভিন্ন লেখকের বই পড়বেন এবং মহামতি কেন্টের বই পড়বেন। কেন্ট মহোদয় বলছেন, "বহুদিন থেকে একটা শিক্ষা প্রচলিত আছে, প্রদাহের প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট দেবেন। সকল পাঠ্যপুস্তকে থাকলেও এটা উৎকৃষ্ট শিক্ষা নয়। সেখানে এটা বলা নেই যে, কোন ধাতুর লোকদের হঠাৎ প্রদাহে অ্যাকোনাইট দিতে হবে। কেন্ট মহোদয়ের মতো বিজ্ঞ সুপারষ্টার হোমিওপ্যাথের পক্ষেই এই ধরনের কথা বলা সম্ভব। আজকের দিনে অ্যাকোনাইটের প্রয়োগ যেনো তিনি সেদিনও দেখতে পাচ্ছিলেন। আমরা প্রথম আক্রমণে অ্যাকোনাইট দিই। আমিও আপনাদের বারবার বলছি, এভাবে ঔষুধটার অপ-প্রয়োগ করবেন না। করা উচিৎ নয়। একজন রেজিষ্টার্ড ডি.এইচ.এম.এস পাশ করা ডাক্তার যখন তার গরুর চিকিৎসায় ১ আউন্স মাদার টিংচার প্রয়োগের ফলে গরুটার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন কেন্ট মহোদয়ের কথাটা বারবার মনে পড়ে। মানুষের যদি ৫/১০ ফোঁটা প্রয়োজন তখন গরুতো বড়ো জানোয়ার, তার বেশি লাগবে। এই ধারণায় ডাক্তার সাহেব বেশী করে ঔষুধ প্রয়োগ করে গরুটাকে মেরে ফেললেন। এটা বিষ। বিদেশের এক হোটেলে পাকিস্থান ক্রিকেট টিমের কোচের রহস্যময় মৃত্যুতে অ্যাকোনাইট বিষ মেশানো হয়েছিল তার মদে, এধরনের মন্ত ব্য পত্রিকায় দেখেছিলাম। আমাদের কথা এখনও শেষ হয় নাই। ডাঃ কেন্ট বলছেন, যদি সম্ভব হয় অ্যাকোনাইট রোগের সব লক্ষণ নিন, নতুবা অপেক্ষাকৃত সদৃশ্য অন্য ঔষুধ দিন। জ্বর হলেই অ্যাকোনাইট দেবার ব্যাপারে তিনি তীব্র বিরোধীতা করেছেন, তিনি এটাকে কুচিকিৎসা বলছেন। আমরা আজকের আলোচনায় বিভিন্ন লক্ষণগুলো আলোচনা করবো এবং ঔষুধটার সঠিক ব্যবহার করতে শিখবো।

সাধারণতঃ বলিষ্ঠ রক্তপ্রধান ব্যক্তি বা শিশু যারা ঠান্ডা লাগলেই প্রবলভাবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন কিন্তু পক্ষান্তরে দুর্বল লোক, রুগ্ন লোক, তরুণ রোগে ধীরে ধীরে পীড়িত হন এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন, কখনই সবল লোকদের মতো হঠাৎ বা প্রচন্ডভাবে আক্রান্ত হন না। আপনারা সবাই জানেন, পড়েছেন, হঠাৎ আক্রমণ, তীব্র ভয়, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এগুলো অ্যাকোনাইটের লক্ষণ। গীটারের তার যদি লুজ থাকে তাহলে সেখানে কাংখিত সুর বা আওয়াজ পাবেন না। কিন্তু যদি টাইট অবস্থায় থাকে, তাহলে একটু

টোকা দিলে ঝংকার দিয়ে উঠবে। প্লেথরিক ধাতুর মানুষরা শীতের প্রবল ঠান্ডায় অথবা গ্রীষ্মের অতিরিক্ত গরমে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রবলভাবে আক্রান্ত হন। রক্তপ্রধান ধাতুর অন্যান্য ঔষুধগুলো জেনে রাখুন। অ্যাকোনাইট এবং বেলেডোনা হচ্ছে প্রথম সারির ঔষুধ। ২য় সারির ঔষুধগুলো হচ্ছে অরাম, ব্রায়োনিয়া, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কেরিয়া, গ্লোনইন, নাক্স, ওপিয়াম, ভেরেট্রাম ভিরিডি। তৃতীয় সারির ঔষুধ হচ্ছে রুটা এবং সেনেগা। যাদের হৃৎপিন্ড সবল, মস্তিষ্ক কর্মঠ, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া প্রবল, বলিষ্ট ব্যক্তি, রক্তপ্রধান ব্যক্তিগনের তীব্র খোলা বাতাসে সহসা রোগাক্রান্ত হলে তাদের অ্যাকোনাইট প্রয়োজন। সকলের জন্য নয়। আমাদের আজকের আলোচনার পর যদি আপনারা ঔষুধটার ব্যবহার সঠিকভাবে করেন তাহলে আমরা খুশী হবো। লেম্যান হোমিওপ্যাথ এবং আপনাদের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট পার্থক্য থাকা উচিৎ। কেন্ট বলছেন, এর ক্রিয়া স্বল্পকাল স্থায়ী। হয় মারা যাবে, অন্যথায় ঔষুধ প্রয়োগে তীব্রতা, প্রচন্ডতার অবসান ঘটবে। পুরাতন আকার ধারন করবে না। জর্জ বলছেন, অ্যাকোনাইটের একটা পুরাতন অবস্থা রয়েছে। আমরা পরবর্তীতে এসব আলোচনায় যাচ্ছি। আপনারা জ্বর বা প্রদাহ বা আমাশয় বা আন্ত্রিক প্রদাহ, কিডনীর প্রদাহ, বা যেকোন অসুখের নাম মাথা থেকে মুছে ফেলুন। অ্যাকোনাইট বুঝুন তার মানসিক লক্ষণাবলীর মাধ্যমে। পরে অন্যগুলো আলোচনা করা হবে।

Ailment from, fright or fear,
Accident from slight of an,
Death, predict the time:
Excitement,
Excitement during dentition,
Fear death of,
Praecordia of,
Loquacity with,
Restlessness,
Nervousness
Anxious,
Sensitive,
Oversensetive, Pain to,
Shrierking,
Shouting pain the.

এখানে পাচ্ছেন ভয়, অস্থিরতা, উত্তেজনা। এগুলোর মূল্যমান-৪। ভয় অর্থাৎ সাধারণ ভয় নয়, চুড়ান্ত ভয় অর্থাৎ মৃত্যুভয়। অনিবার্য মৃত্যু।

Uncommon এবং Peculiar মানসিক লক্ষণ। "Death predict the time"। এত সুতীব্র ভয় যে, দিনক্ষণ, সময় পর্যন্ত উল্লেখ করেন। ভবিষ্যৎ বাণী করেন। সুনিশ্চিত মৃত্যুভয় লক্ষণটাতেAconite এর মূল্যায়ণ মান-৪, আর্জেন্ট নাইট্রিকামের-২ এবং এপিসের মূল্যমান-১, অন্য সাবরিউব্রিক দেখুন, fear pregnancy during, একমাত্র ঔষুধ অ্যাকোনাইট, যার মূল্যমান-৩। বাচ্চা প্রসবের পূর্বে কোন কোন মহিলা খুবই টেনশন অনুভব করেন, ভয় পান, মরে যাবেন বলে আশংকা প্রকাশ করেন। ঔষুধটার ২০০ ক্রম তিনটে পুরিয়া বানান। একটা মুখে দিয়ে দিন, অপরগুলো ৪ ঘন্টা পর পর খেতে বলুন। মৃত্যুভয় থাকবে না। একই লক্ষণের অপর সাবরিউব্রিক দেখুন prolapse of uterus with-অ্যাকোনাইট মার্ক-৪। Heart symptom during, hemoptysis in, perspiration during, suffocation of এই সাবরিউব্রিকগুলোর মূল্যমান ৩ অর্থাৎ প্রথম সারির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। Ailments from anger, excitement, fright or fear, shock, রিপোর্টারী খুলুন, লক্ষণগুলো দেখুন, নিজেরই ভয় কাটবে, শিখতে পারবেন। FEAR বা ailment from fear রয়েছে, সেখানে ঔষুধটার মূল্যমান সর্বোচ্চ ৪। কোন এক সময় বাচ্চা মেয়েটা কোন বিশেষ এক দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিল, পরবর্তীতে তার মধ্যে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। গ্রামে গঞ্জে নানা জ্বীন পরীর আসর লাগে। Abnormal behavior দেখা দেয়। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অনেক ঘটনার জন্ম নেয়। কুচিকিৎসা, ওঝা, ঝাড়ফুক এবং রুগীর মৃত্যুর মতো অমানবিক ঘটনার জন্ম দেয়। জনগনের মধ্যে অশিক্ষা, আইনগত ত্রুটি, সুচিকিৎসার অভাব সব কিছু মিলিয়ে এধরনের ঘটনায় বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ঔষুধ দিতে হলে সুচিন্তিতভাবে দিন। অন্যথায় আপনার চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং আপনার সুনাম উভয়ই উপহাসের পাত্র হয়ে পড়বে। আকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা, কোন অপ্রীতিকর ঘটনা বা বিয়োগাত্মক কোন অভিজ্ঞতার জন্য ভয় পেলে, আতংক বোধ করলে, অ্যাকোনাইট একটা বড় ঔষুধ। ক্রোধ, আশংকাপরায়ণতা প্রভৃতি লক্ষণে প্রচুর subrubric পাবেন। যাদের Software রয়েছে তারা খুলে দেখে নিন। রিপোর্টারী খুললেও পাচ্ছেন। এখানে পাচ্ছেন উত্তেজনাপ্রবণতা লক্ষণটা, সংগে দেখবেন "দাঁত উঠবার সময়"।

অ্যাকোনাইটের শিশুরা এ সময় **উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে পড়ে। অস্থিরতা,** নার্ভাসনেস লক্ষণেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাবরিউব্রিক রয়েছে। Sensitive, over sensitive, noise to, pain from এসব লক্ষণে অ্যাকোনাইটের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে এবং এরা যন্ত্রণায় চীৎকার করে। দুর্বল জীবনীশক্তি বিশিষ্ট মানুষদের আভ্যন্তরীন প্রতিরোধ ক্ষমতা এত বেশী থাকে না যা দিয়ে

তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রবলভাবে ঠেকিয়ে রাখবে। একমাত্র রক্তপ্রধান এবং সবল, সুঠাম দেহের অধিকারী মানুষগুলো তাদের জীবনীশক্তি প্রবল হবার কারণে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে এবং Aconite এর প্রবণতাযুক্ত হবার কারণে তারা ভীষণভাবে উত্তেজনা প্রবণ হয়ে পড়ে। **এর পেছনে বংশগতভাবে বা DNA এর মাধ্যমে একটা দুর্বলতা বা** প্রবণতা কাজ করে, যার ফলে বিশেষ অবস্থায় তাদের নার্ভাস সিষ্টেম এবং ভাস্কুলার সিসটেম অতিরিক্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে পড়ে, ফলে তাদের মধ্যে অপরাপর উপসর্গ প্রকাশ পায়। যাকে আমরা Aconite এর উপসর্গ বলতে পারি। পার্থক্যগুলো বিভিন্ন Subrubric ঘাটলেই পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। সঙ্গে কিছু মুল লেখকদের বই পড়তে হবে।

Physical general এ পাবেন হঠাৎ আক্রমণ লক্ষণটা, এখানে কয়েকটা ঔষুধ আছে, তার মধ্যে অ্যাকোনাইটও রয়েছে। এর সংগে মানসিক এবং শারিরীক অস্থিরতা আসছে, উদ্বেগ থাকছে, যা তাকে অনিবার্য্য মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আসবে, কিছুক্ষনের মধ্যে সবকিছু তছনছ করে ফেলবে, তারপর চলে যাবে। একটা আতংকিত অবস্থা, একটা প্রলয় যেন। এখানে অন্যমনস্কতা, নাম ভুলে যাওয়াসহ বহু লক্ষণ পেতে পারেন। এর প্রুভিং এর সময় বহু লক্ষণ পাওয়া গেছে, যেগুলোর বর্ণনা মূল বইগুলোতে পাবেন। কেন্ট নিজে বলছেন, এই ভয়, এই উৎকণ্ঠা ব্যতীত আরো অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানসিক লক্ষণ থাকতে পারে কিন্তু সেই লক্ষণগুলো এই রোগী পরিচায়ক বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ দ্বারা চাপা পড়িয়া যায়। এগুলো হচ্ছে উত্তেজনা-ভয়-উদ্বেগ। উত্তেজনা প্রবণতা, বিশেষ করে দাঁত উঠবার সময়, মৃত্যুভীতি, অস্থিরতা, নার্ভাসনেস, সেনসিটিভনেস, বিশেষ করে ব্যাথায় উচ্চস্বরে কথা বলা বা চীৎকার করা, এগুলো লক্ষণের মূল্যমান হচ্ছে- ৪। Ailment from বা (উপচয় বা বৃদ্ধি); দুঃখ, ভয়, আশংকা, ক্রোধ থেকে anger, anguish, anxiety, company aversion to, delirium, delusion, ecstasy, excitement, fear, impatient, memory weak, moaning, music agg, prostration of mind, restlessness, sadness, starting, suspiciousness, violence প্রভৃতি এরকম প্রচুর মানসিক লক্ষণ অ্যাকোনাইট এ পাওয়া গেছে। এগুলোর প্রত্যেকের মূল্যমান ৩, ২ এবং ১, মূল্যমানের বহু লক্ষণ রয়েছে সেগুলোও দেখবেন।

Panic state, Sudden, violent like internal earth quake পশ্চিমা লেখকদের কালবৈশাখী ঝড়ের কথা জানা নেই বোধ হয়, এজন্য ভুমিকম্পের উদাহরন দিয়েছেন তারা। ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই। আভ্যন্ত

রীন ভুমিকম্পের মত ভয়ংকর অবস্থা, যা হঠাৎ করেই সংঘটিত হয়। এমন অবস্থার নাম Aconite। বেদনাটাও যদি হয়, সেটাও অতি তীব্র, যাতনায় চীৎকার করতে বাধ্য হয়। আমি এই নোটটা লিখবার সময় কাশি এবং জ্বরে আক্রান্ত হই। নভেম্বর মাসের শুরুতে শীত আসছে। আমার এক বড় ভাই হোমিওপ্যাথ বাসায় এসেই আমাকে অ্যাকোনাইট খেতে বললেন। আমি তাকে কেন্ট মহোদয়ের বই থেকে অ্যাকোনাইট পড়তে দিয়ে নীচে বাগানে গেলাম। কিছুক্ষন পর ফিরে এসে কি ঔষুধ খাওয়া যায় জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন কেন্টের মতে আপনাকে হিপার খেতে হবে। আমি একমত পোষণ করলাম তার সঙ্গে। অবশ্য তিনি জানালেন বেশ কয়েকজনকে অ্যাকোনাইট দিয়েই উপকার পেয়েছেন। আমি তার কথার বিরোধীতা করিনি। আমি নিজে ডায়াবেটিকস এর মানুষ এবং Plethoric তো নই। সেই জন্য আমি অ্যাকোনাইট নই, তাছাড়া প্রচন্ডতা ছিল না। আশা করি ঔষুধটি ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। Physical Particular বা কিছু অসুখ-বিসুখ নিয়েও আলোচনা করি। ভয় পেয়ে শিরোঘুর্ণন বা ভয় পাবার পর আতংকটা থেকে গেলে। এখানে ওপিয়াম না দিয়ে অ্যাকোনাইটে ভালো ফল পাবেন। তীব্র শিরঃপীড়া, ছিড়ে ফেলার মতো। এবং উদ্বেগ। তৎসহ মুখমন্ডল উত্তপ্ত। চোখে হঠাৎ প্রদাহ, স্রাব থাকে না। প্রদাহের কারণে রক্তস্রাব হতে পারে। যেখানে ঘন স্রাব থাকে, সেটা অ্যাকোনাইটের ক্ষেত্র নয়। আরক্ত জ্বর, টাইফয়েড জ্বরে এ ঔষুধটা প্রযোজ্য নয়। এখানে বিষদুষ্ট কোন অবস্থা পাওয়া যায় নাই। সবিরাম নয়, অল্পকাল স্থায়ী, তীব্র জ্বর। কর্ন প্রদাহ, দপদপানি থাকে, তীব্র কেটে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা। ঠান্ডা লাগানোর কিছুক্ষণ পরই যন্ত্রনা। সর্দিও হতে পারে। দিনে ঠান্ডা লেগে রাতেই সর্দি। কার্বোভেজ, সালফারে দুতিন দিন পর জ্বর দেখা দেয়। ক্রুপ কাশি দেখা দেয়, ষ্ট্রং শিশুকে অ্যাকোনাইট, দুর্বল শিশুকে হিপার দিন। একগাল লাল, একটা ফ্যাকাসে। সংগে উৎকন্ঠা। মুখমন্ডলে স্নায়ুশূল। ঠান্ডা লাগার পর। ঠান্ডা লাগানোর ফলে দাঁত ব্যাথা। পাকস্থলীর গোলযোগে জল ছাড়া সবকিছু তিতা লাগে। প্রচুর জল পান করে। ঠান্ডা লেগে গলায় বেদনা, প্রদাহ, জ্বর, পিপাসা। বমন, কাঠবমন। ঝাল চায়। যকৃত প্রদাহের প্রথম আক্রমণে। অস্থিরতা, অবিরাম সঞ্চালন, মৃত্যুভয়, প্রবল পিপাসা। পেটে তীব্র ব্যাথা, আমাশয়, রক্তাক্ত আম নির্গমন। তাজা ঘাসের মতো। কোঁথানী। উত্তাপ থেকে শিশুর যকৃত প্রদাহ। মুত্রাশয়, মুত্রগ্রন্থির রোগে, প্রদাহিত অবস্থায়, শিশুর মুত্রাবরোধ। সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মুত্রাবরোধ। অল্পমুত্র, মুত্র নাশ। একোনাইট 1x দু'এক ফোঁটা পানির সংগে কয়েকবার। Jaundice of new born baby. অন্ডকোষের প্রদাহ, হঠাৎ আক্রমণ। জরায়ু বা ডিম্বকোষ প্রদাহে ঔষুধটা বিশেষ

উপযোগীতার সংগে ব্যবহার্য্য। অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, শ্বাসরোধ ভাব। শ্বাসকষ্টের সংগে হৃৎপিন্ড স্থানে যাতনা, প্রচুর ঘাম। জ্বরে নাড়ী প্রবল, পূর্ণ এবং উল্লম্ফনশীল। বলবান এবং পুষ্ট। অবশ হবার অনুভূতি, ঝিঁঝিঁ করে, শরীরের যে কোন অংশ বিশেষতঃ ঠোট, জিহ্বা, আঙ্গুলীর ডগাসমূহ, বাহু বিশেষ করে বাম বাহু। **বহু রুগী পাবেন** with cardiac hypertrophy। **হামের প্রথম ঔষুধ** হবে অ্যাকোনাইট।

আধুনিককালের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথগন তরুন রোগের সংগে জটিল অসুখেও ঔষুধটার কার্যকারীতা নিশ্চিত করেছেন। "In even the most obstinate chronic affections, when the system requires a diminutions of the so called tension of the blood vessels" কেন্দ্রীয় থীমটা হচ্ছে excessive excitability in the nervous and vascular system. আধুনিক সভ্যতার মানুষের জীবনে নিরন্তর প্রচুর "চাপ" কাজ করছে, কিন্তু সমস্ত চাপেই অ্যাকোনাইট কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করছে না। বরং "Sudden exposure to cold dry winds" হঠাৎ করে, ঠান্ডা লাগানো বা শুষ্কবায়ু প্রবাহের কারণে এ ধরনের মানুষদের মধ্যে আক্রমণ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আর একটা কারণ হচ্ছে "Sudden fright" বর্তমানেও পিস্তল দেখে ভয় পেয়েছে কিংবা এমনও হতে পারে, সেই ভয়ের জের থেকে গেছে। জনৈক প্রকৌশলীকে, টেন্ডারবাজীর কারণে রিভলভার দেখানোর ফলে তার মধ্যে প্রচন্ড আতংক অবস্থার সৃষ্টি হয়, আর অন্য একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে রিভলভার দেখানো হয়েছিল, কিন্তু তেমন আতংকিত বোধ করেন নাই। এই fright এর কারণে তার নার্ভাস সিস্টেম প্রাথমিকভাবে উত্তেজিত হয় এবং freezing এর কারণে ভাসুকলার সিসটেম প্রভাবিত হয়। জর্জ বলেছেন, কেন্ট মহোদয় বর্ণিত প্লেথরিক কনস্টিটিউশন এর পরিবর্তন ঘটেছে। কেমিক্যাল ড্রাগ খাচ্ছে, দারিদ্র্যতা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, আধুনিক সভ্যতার পরিবেশগত চাপের কারণে মানুষের সেই আগের অবস্থান নেই। ভুমিকম্পের তিক্ত কোন অভিজ্ঞতা অর্জন বা মোটরগাড়ী অ্যাক্সিডেন্টের কোন লোমহর্ষক দৃশ্য অবলোকন, ২১শে অগাষ্টের গ্রেনেড ছুঁড়বার এবং অসংখ্য মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন, এগুলো অ্যাকোনাইটের আতংক তৈরী করতে পারে। Fear of crowds, darks এগুলো ঔষুধটাতে পাবেন। বাসে, ট্রেনে, ভীড়ে তার সংকীর্ণ স্থানের ভয় দেখা যায়। এছাড়া ব্রেন ষ্ট্রোক বা হার্টডিজিজের ভয় অ্যাকোনাইটে রয়েছে। অতি সাম্প্রতিক চিলিতে ঘটে যাওয়া ভূগর্ভে আটকে পড়া মানুষগুলোর মধ্যে অ্যাকোনাইটের আতংক জন্মাতে পারে।

কেন্ট সাহেব পুরাতন অবস্থায়, সালফারকে ব্যবহার করতে বলছেন। Sudden attack, একটা সার্বদৈহিক লক্ষণ। Rubricটা পাবেন sudden manifestations: Acon-3, Bell-3, Mag-acet-2, Tarent-2। সতর্কতা, এই Sudden attack লক্ষণটা মানসিক লক্ষণ, সার্বদৈহিক লক্ষণ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত বহু স্থানে, বহু লক্ষণে প্রচুর ঔষুধ রয়েছে। Sudden মানেই Aconite নয়। কনসেপশনটা বেশী advance করতে হলে compolete repertory'র search অধ্যায় খুলুন। শত শত sudden পাবেন।

অ্যামন কার্ব

রিপার্টরী সার্চ করে মানসিক অধ্যায়ে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ পাবেন না। যেগুলোকে কিনোট সিম্পটম বলা হয়, ক্যারাক্টারিষ্টিক লক্ষণ বলা হয়, তেমন কোন ইংগিত এখানে নেই। প্রথম শ্রেণীর উপসর্গে তিন যায়গায় অ্যামন কার্বের উপস্থিতি রয়েছে।

Cowardice
Dream, anxious
Restlessness, nervousness tendency
Perspiration during agg.

এ লক্ষণগুলো নিয়ে অ্যামন কার্বের কোন চিত্র আসে না। সেকেন্ড গ্রেডে পাচ্ছেন-

Dirtiness
Sadness
Temperment, phlegmatic

অন্যত্র কিছু লক্ষণ পাবেন, Morose, sulky- weather rainy from মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, বর্ষায়। বিতৃষ্ণা, aversion, water to touch of it cannot bear, হ্যাঁ, এই লক্ষণটা প্রাসংগিক। ঔষুধটায় মানসিক লক্ষণ খুব কম, তথাপি এটাকে দীর্ঘক্রিয়, ধাতুদোষ সংশোধক ও সোরা দোষনাশক ঔষুধ হিসাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা রক্তের দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়, সমুদয় শরীর বিধানকে বিচলিত করে। যথেষ্ট ওজনসই কথা। পরে এ কথার বিস্তারিত আলোচনা হবে। আমরা sadness বললে, phlegmatic বললে নিশ্চয়ই অনেক কথা বুঝে ফেলি। এখানে ডেল্যুশনের বিশাল বহর নেই, স্বপ্নের ব্যাখ্যার তেমন অবকাশ নেই। আমরা সরাসরি ফিজিক্যাল জেনেরালে চলে যাবো। এর আগে ছোট্ট একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৭৭ এর ফেব্রুয়ারী মাসে শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মরহুম মামানীর (মুসা মোড়লের স্ত্রী) ওপর জীবনের প্রথম অ্যামন কার্ব ১০০০ শক্তির ৩ টা ডোজ ব্যবহার করি। আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। মামানী প্রচুর মোটা ছিলেন কিন্তু বেটে নন। নাকের জন্য সব সময় রুমাল ব্যবহার করতেন। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা ছিল। অ্যাজমার সমস্যা। ইংরেজী বই যতই পড়ুন আপত্তি নেই, কিন্তু ঘটক বাবুর বই, ভট্টচার্য বাবুর বই না পড়লে স্বাদ পাবেন না। তাদের বই পড়েই আই এষ্টিমেট করেই অ্যামন কার্ব দিয়ে ছিলাম। আশ্চর্য্য ফলাফল পেয়েছিলাম। নতুন হোমিওপ্যাথ. হুইমজিক্যাল হোমিওপ্যাথ হয়েও অ্যামন কার্বের কার্যকারীতা পাড়ায় আমার

বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়েছিল। আজকে রিপোর্টারাইজেশন করতে যেয়ে অ্যামন কার্বকে খুঁজে পাচ্ছি না। বড় বড় ঔষুধের ভীড়ে অ্যামন কার্বকে সামনে আনাই মুস্কিল হচ্ছে। আমরা ফিজিক্যাল জেনেরাল আলোচনা করবো। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ৯টায় বৃদ্ধি, খোলাবাতাসে অনীহা, গোসলে বৃদ্ধি, শীতল পানিতে গোসলে ভয়, বিতৃষ্ণা, খাওয়ার পর বৃদ্ধি, ক্লান্তি, মাসিকের সময়ে বৃদ্ধি, উঠে দাঁড়ালে উপশম, শীতকালে বৃদ্ধি, ভেজা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি, ভিজলেও বৃদ্ধি। এগুলো হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর উপসর্গ। এই সব লক্ষণে অ্যামন কার্বের উপস্থিতি ফার্ষ্ট গ্রেডে। অ্যামন কার্বের দ্বিতীয় শ্রেণীর উপসর্গ সমূহ নিম্নরূপঃ রাত তিনটায় বৃদ্ধি। ঘরের বাতাসে উপশম কিন্তু খোলাবাতাসে বৃদ্ধি। রক্তস্বল্পতা। ওপরে উঠতে গেলে বৃদ্ধি। পোশাক সহ্য করতে পারে না। Descending amel, নীচে নামলে উপশম। ঘরভর্তি লোকের ভীড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, এবং হার্টের প্যালপিটেশনজনিত কারণেও অজ্ঞান হয়। লক্ষ্য করুন, অ্যামন কার্বের মানুষেরা শীতকাতর হলেও গরম খাদ্যে বৃদ্ধিযুক্ত হয়, মিষ্টি খাবার পছন্দ করলেও উপচয়যুক্ত হয়। খুবই স্বাভাবিক লক্ষণ, জৈবিক উত্তাপের অভাব। কালো রংয়ের রক্তপাত। শুয়ে থাকার ইচ্ছা বা প্রবণতা। এজন্যই এদের আলসে বলা হয়। বাম পার্শ্বে শুলে বৃদ্ধি। পেটের ওপর শুলে উপশম। ডান দিকে পাশ ফিরে শুলেও আরাম বোধ। মোটা বা মেদবহুল লক্ষণে অ্যামন কার্ব সেকেন্ড গ্রেডের ঔষুধ। প্লেথোরা। গরমে উপশম। সবসময়েই এদের দুর্বলতা লেগে থাকে। থার্ড গ্রেডের লক্ষণগুলো আপনাদেরকেই দেখতে হবে। মাসিক সংক্রান্ত লক্ষণে যন্ত্রণাযুক্ত মাসিক বা ডিসমেনোরিয়া পাবেন এবং scanty বা পরিমাণে খুব কম, এবং short to অর্থাৎ স্বল্পসময় স্থায়ী, এই লক্ষণগুলো অ্যামন কার্বে দেখা যাচ্ছে। লিউকোরিয়া রয়েছে, জননেন্দ্রিয়ের চুলকানী, অসহ্য চুলকানী রয়েছে। মাসিকের সময় এটা বৃদ্ধি পায়। শ্বেতপ্রদর ঝাঁঝালো, জ্বালাকর এবং দুধের মত সাদা রংয়ের, পরিমাণেও বেশি। মাসিক কখনও কখনও অনুপস্থিত থাকতে পারে। Acrid. black. clotted। Frequent too early too soon এমন লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণটা হবে menses too early too soon and profuse। আবার উল্টোও হতে পারে। Menses too early too soon and scanty, একদিকে যেমন মাসিকের পরিমাণ বেশী, আবার অল্পও দেখা যায়। এখানে প্রচুর সর্দি পাবেন, discharge with fluent নাক থেকে রক্তাক্ত স্রাব বের হয়। এমনকি নাক থেকে রক্তস্রাব হয়। রাতে নাক বন্ধ হয়ে যায়। ঘুমানোর সময়েও তা হতে পারে। সকালে বিছানাতেই প্রচুর হাঁচি হয়। আমরা একটা কেস টেকিং করে অ্যামন কার্বকে সামনে আনার চেষ্টা করি।

	সালফার	পাল্‌স	অ্যামন কার্ব	ক্যাল কেরিয়া	কেলিকার্ব	বেল	ল্যাকেসিস
Total =	27	25	23	22	21	21	21
1. Obesity	2	2	3	2	2	1	1
2. Cold tendency to take	2	1	3	3	2	1	1
3. Bathing, washing dread of	2	3	1	1	2	-	-
4. Air open agg.	1	2	2	3	2	2	2
5. Metrorrhagia general	3	1	3	2	3	3	3
6. Mense acrid	1	2	-	3	-	3	3
7. Mense black	2	2	-	-	2	3	3
8. Mense clotted	3	2	3	1	3	3	3
9. Asthmatic	3	2	1	3	2	2	2
10. Epistaxis	3	3	3	2	3	3	3
11. Sneezing morning	2	3	1	1	-	-	-

আমরা লক্ষণ নিলাম মোটসোটা, ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতাযুক্ত, গোসলে ভয়, খোলা বাতাসে বৃদ্ধি, যন্ত্রণাযুক্ত মাসিক, মাসিক ঝাঁঝালো, কালো, দলাযুক্ত, শ্বাসকষ্ট, এবং হাঁচি সকালে হয়। মোট ১১টা লক্ষণ নিয়েও ছক দেখুন, অ্যামন কার্বকে সামনে আনা গেলো না। এভাবে রিপোর্টারাইজেশনে বড় বড় ঔষুধগুলো সামনে চলে আসবে। এজন্য যাদুর বাক্সের প্রতি কোন মোহ রাখবেন না। এখন গ্রুপিং করুন, শীতকাতর, গরমকাতর এই দুটো বিভাজন করলেই আমরা কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছাতেও পারি।

	অ্যামন কার্ব	ক্যালকে কার্ব	কেলি কার্ব	নাক্স	রাসটক্স	চায়না	ফস	লাইকো
01. Obesity	2	3	2	1	1	1	2	2
02. Cold tendency to take	1	3	3	3	2	1	2	3
03. Bathing, washing dread of	3	2	1	1	3	-	1	1
04. Air open agg.	2	2	3	3	2	3	2	2
05. Metrorrhagia general	1	3	2	3	2	3	3	2
06. Menses acrid	2	-	3	-	2	-	1	-
07. Mense black	2	-	-	2	-	2	1	2

08.	Mense clotted	2	3	1	1	3	3	1	2
09.	Asthmatic	2	2	3	2	1	2	2	2
10.	Epistaxis	3	3	2	2	3	4	3	2
11.	Sneezing morning	3	1	1	2	1	1	1	1
	Tot al =	23	22	21	20	20	20	19	19

যেহেতু ঔষুধটায় ফার্ষ্ট গ্রেডেড লক্ষণ কম, তাই অন্য পলিক্রেষ্ট ঔষুধের তুলনায় এর মার্কিং কমই হবে। আরো আলোচনা চালানো যাক। এর স্রাবে acidity বেশী। লালা, চোখের স্রাব, মল, ঋতুস্রাব সর্বত্র অম্লাত্মক ভাব বেশী থাকে। সর্বপ্রকার নির্গত রস ও স্রাবে হাজাকারক প্রকৃতি দেখা যায়, কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। মাসিক, জরায়ু, মূত্রাশয়, এমনকি অন্ত্র থেকেও তরল, কাল বর্ণের রক্তস্রাব। রক্ত সঞ্চালণে বিশৃংখলা। যার ফলে হার্টের ক্রিয়া প্রবলভাবেই বিঘ্নিত হয়। সন্ধিগুলো ফুলে যায়, মুখমন্ডল কালো হয়, ফুলে যায়। দুর্বল হৃৎপিন্ড এবং শ্বাসকৃচ্ছতা। বিচ্ছিন্নভাবে অ্যাজমাজনিত কারণে শ্বাসকষ্টও আছে। তবে হৃৎপিন্ডজনিত দুর্বলতাসহ শ্বাসকৃচ্ছতা, সকালে হাত মুখ ধোয়ার সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। স্নানের পর লাল অ্যালার্জির মত দেখা যায়। যারা বসে বসে দিন কাটায়, অলস জীবন যাপন করে।